দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে নদ-নদী

নৌপথ কৃষি সেচ ও মৎস্য সম্পদ বিলুপ্তির আশঙ্কা : নদী খননের তাগিদ

নাছিম উল আলম

নিকট অতীতের নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদ-নদীর অপমৃত্যু সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ত্বরান্বিত হচ্ছে ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়। বিলুপ্তির আশঙ্কা সৃষ্টি হচ্ছে সবচেয়ে সুলভ নৌযোগাযোগ ব্যবস্থাসহ কৃষি-সেচ ও মৎস্য সম্পদও। বন্ধুপ্রতিম (?) প্রতিবেশী দেশের বিবেকহীন বিনাশী তৎপরতায় বাংলাদেশের একের পর এক নদ-নদীর বুক ক্রমশ মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে। কোনমতে অস্তিত্বের জানান দেয়া নদ-নদীগুলোও ইতোমধ্যে তিন-চতুর্থাংশ ভরাট হয়ে সর্বকালের সর্বনিম্ন নাব্যতায় পৌঁছেছে। গত ৫০ বছরে দেশের ৫ শতাধিক ছোট-বড় নদ-নদী বিলীন হয়ে গেছে বলে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বলা হয়েছে। এমনকি, বর্তমানে যে ২৩০টি নদ-নদী তার অস্তিত্ব ধরে রেখেছে, তারও অন্তত পৌনে ২শ' অদূর ভয়াবহ নাব্যতা সংকটের কবলে বলে মনে করছেন নদী বিশেষজ্ঞগণ।

বিআইডব্লিউটিএ'র নৌপথ সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগের পরিচালক মোঃ এমদাদুল হকের মতে, দেশের ১১৭টি নদ-নদীর ৪ হাজার ৬৬০ কিলোমিটার নৌপথ ইতোমধ্যে হয় বন্ধ হয়ে গেছে অথবা নাব্যতা হারিয়ে তার মূল চরিত্র বিলুপ্ত হয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক বিপর্যয় রোধ ও উন্নয়নে তিনি মৃত ও ম্রিয়মাণ নদ-নদীসমূহের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এলক্ষ্যে ব্যাপক ড্রেজিংসহ শুকনো মৌসুমে কাবিখা ও স্বেচ্ছাশ্রমে মৃত নদ-নদীগুলোকে খননের ওপর গুরুত্বারোপ করেন দীর্ঘদিনের এ নদী পর্যবেক্ষক। তবে এলক্ষ্যে তিনি পরিকল্পিত নদী খননের ওপরও গুরুত্বারোপ করে গ্রামের বেকার জনগোষ্ঠীকে পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগানোর কথাও জানান। তার মতে, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, বুয়েট ও বিআইডব্লিউটিএ যৌথভাবে কাজ করলে নদ-নদীর উন্নয়ন সহজতর হবে। ইমদাদুল হকের মতে পদ্মা, মেঘনা, সুরমা ও কুশিয়ারার মত নদী খুব কম খরচে বাঁশ ও চাটাই দিয়ে বান্ডলিং পদ্ধতিতেও নাব্যতা বৃদ্ধি করা যেত পারে।

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাজী খলীকুজ্জামানের মতে, আমরা সবাই নিজের স্বার্থের বাইরে কিছু ভাবি না। দেশের স্বার্থ, পরিবেশের স্বার্থচিন্তা করছি না কেউ। আর এজন্যই বন্ধ হচ্ছে না নদীহত্যা। তার মতে, 'নদী বিলীন হবার ফলে ইতোমধ্যেই দেশের অর্থনীতি আর পরিবেশে বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ক্রমাগত আরো নদী বিলীন হতে থাকলে ভবিষ্যতে ভয়ঙ্কর এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি বরণ করতে হবে। তাই এখনই নদী-জলাশয়গুলোকে দখলমুক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি সরকারকে দায়িত্বশীল হবারও তাগিদ দিয়েছেন। এ কাজে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিসহ জনগণকেও শামিল করে নদী রক্ষার লড়াইয়ে সকলের অংশগ্রহণের ওপরও তিনি জোর দেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গবেষণা গ্রন্থ 'বাংলাদেশের নদ-নদী ২০০৪'-এ ৩১০টি নদীর কথা বলা হলেও বিআইডব্লিউটিএ'র ১৯৭৫ সালের 'রিভার মাইলেজ টেবিলে' প্রদত্ত হিসাব মতে এর সংখ্যা ২৩০টি বলা হয়েছে। তবে একই নদী দেশের বিভিন্ন স্থানে একাধিক নামে প্রবাহিত হওয়ায় এর সংখ্যা হাজারের ঊর্ধ্বে হতে পারে। তবে কারো কারো মতে নদ-নদীর সংখ্যা ১৩শ' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। অপর এক গবেষণায় গত অর্ধ শতাব্দীতে দেশের ৫২০টি নদ-নদী বিলীন হবার কথা বলা হয়েছে। এমনকি হাজার বছর আগে বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানায় দেড় হাজারের মত নদ-নদী ছিল বলে উল্লেখ করে বিগত শতাব্দীর ষাটের দশক পর্যন্ত সাড়ে ৯শ' বছরে সাড়ে ৭শ' নদ-নদী ধ্বংস হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ হিসাবে বছরে ১টিরও কম নদী ধ্বংস হলেও বর্তমানে এ হার ১০-এরও অধিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি বর্তমান পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে নদী ধ্বংসের হার আরো বাড়বে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। এমনকি, বর্তমানে আরো ২৫টি নদ-নদী অবধারিত অস্তিত্ব সংকটের মুখে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৬৫ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত নেদারল্যান্ডের নদী গবেষণা বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় বাংলাদেশের নদ-নদীর ওপর ব্যাপক জরিপ চালিয়ে ূণঢণডম ৗণযমর্র ও ১৯৭৫ সালে আইডব্লিউটিএ থেকে প্রকাশিত 'মাইলেজ টেবিল' এবং ১৯৮৮-৮৯ সালে ডাচ উইগ কর্তৃক পুনরায় সমীক্ষা প্রতিবেদনসহ সর্বশেষ জরিপে দেশের

অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নদ-নদীর এক ভয়ংকর চিত্র উঠে এসেছে। এসব প্রতিবেদনসহ বিআইডব্লিউটিএ'র সাম্প্রতিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে দেশের ১১৭টি নদ-নদীর দুই শতাধিক নৌপথের সাড়ে ৪ হাজার কিলোমিটারের বেশী নদী সীমানা হয় বিলুপ্ত অথবা চরম অস্তিত্ব সংকটে রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব নৌপথ ও নদ-নদীর মধ্যে দেশের অতিজনগুরুত্বপূর্ণ নৌপথও রয়েছে। অথচ এখনো রেলপথ এবং সড়কপথের তুলনায় নৌপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন ব্যয় এক-তৃতীয়াংশেরও কম। এমনকি, প্রকৃতি প্রদত্ত নৌপথ সংরক্ষণ ব্যয়ও সড়ক ও রেলপথের তুলনায় এক-চতুর্থাংশেরও কম বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। নিকট অতীতে নৌপথই ছিল দেশের সর্ববৃহৎ ও নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ মাধ্যম। কিন্তু দেশ-বিদেশের কুচক্রী মহলের লাগাতার নদীহত্যা প্রবণতা সে পরিস্থিতির সর্বনাশা পরিবর্তন ঘটিয়েছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। নিকট অতীতেও নদ-নদী ও নৌপথ সংরক্ষণের বিষয়টি সরকারের দায়িত্বশীল মহলে যথাযথ গরুত্বের সাথে বিবেচিত হত না।

নেদারল্যান্ড ও বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের জরিপে যে বিপুল সংখ্যক নদ-নদীর অস্তিত্ব সংকটের কথা উঠে এসেছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে– ব্রক্ষ্মপুত্র, পুরাতন ব্রক্ষ্মপুত্র, পদ্মা, গঙ্গা, গড়াই, মহানন্দা, হুরসাগর, করতোয়া, বড়াল, বরানী, যমুনা, ইছামতি, ধলেশ্বরী, পুরাতন ধলেশ্বরী, ধরলা, কালিগঙ্গা, মধুমতি, মধুমতি লুপ, নবগঙ্গা, বলেশ্বর, কচা, ডুমুরিয়া গাং, ঘাঘর/শৈলদহ, বেমর্তা খাল, আড়িয়াল খাঁ, জয়ন্তিয়া, মেঘনা, কৈলর নদী, টরকী নদী, পালং নদী, নড়িয়া নদী, নড়িয়া খাল, বানর নদী, কাওরাইদ নদী. বুড়িনালা নদী, পাগলা নদী, তিতাস, কালনী নদী, জালালপুর নালা, বিবিয়ানা, কুশিয়ারা, ক্যায়াঞ্জা নদী, বরাক নদী, পুরাতন সুরমা, সুরমা, ধানু নদী, মনু নদী, মোরা নদী, বাথাল নদী, ছাইদুলী নদী, কংশ নদী, কোনাই গাঙ্গ, সোমেশ্বরী নদী, উবদা খাল, গুনাই নদী, ঢালী নালা, বাউলাই নদী, খয়রা নদী, পাটনাই গাঙ্গ, যাদু কাটা নালা, রক্তিনালা নদী, পান্দিয়া নদী, খাজাঞ্চি নদী, মাকুন্দা নালা, ডাকুয়া নদী, মতিজুরি নালা, কালিগঙ্গা, তুরাগ, বংশী, গাজীলখালী, বঙ্গোড়া খাল, লৌহজং নদী/কোদালপুর খাল, তুলশী খালী খাল, ভাঙ্গাভিটার খাল, গুমতী, কালাতিয়া নালা, ছোট মেঘনা বা বাতাকান্দি নালা, নয়া ভাঙ্গনী, ডাকাতিয়া, সোলমারী নালা, তালতলা খাল, কুমার-মধুমতি বিলরুট, ভুবনেশ্বর নদী, আঠারো বাকী নদী, ভৈরব নদ, চিত্রা নদী, কাটাখালী, কুমার নদ, শীতলক্ষ্যা, ময়নাকাটা, মুল্লার বিল, মহারাজপুর খাল, সালতানামা, হারবাড়িয়া নালা, সিবশা নদী, কপোতাক্ষ নদ, গ্যাঙ্গারাইল/ভাঙ্গারিয়া নালা/নাসিরপুর খাল, মরিচাপ নদী, খোলপটুয়া, গালগেসিয়া নদী, গুনতিয়াখালী/হাব্রানালা, কংশীয়ালী নদী, চুনার নদী, শালিখা নালা, বাদুরগাছা, চুনকড়ি, ভদ্রা/ঢাকী, মিনজানদী/কারুলিয়া নালা, সুতারখালী, হড্ডা খাল/বানিয়াখালী, কয়ড়া নদী, কদমখালী নদী/দুমখালী, শাকবাড়ী, বেতনা নদী, কুঙ্গা নদী/মারজাতা নদী, দাউদখালী নালা, লাক্ষা নদী, পুরাতন লাক্ষা ও কেরবার চর নালা।

বিআইডব্লিউটিএ'র নৌপথ সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগের পরিচালক এমদাদুল হকের মতে, আমাদের গোটা দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষাসহ অস্তিত্ব রক্ষায় নদ-নদী সংরক্ষণের কোন বিকল্প নেই। উজান থেকে নদীতে সাগরমুখী প্রবাহ হ্রাস পাবার ফলে সাগরের নোনা পানি ক্রমশ উজানে উঠে আসছে। যা বিশ্বের সর্ববৃহৎ লবণাম্বুজ বন সুন্দরবনের অস্তিত্বকেও ভয়াবহ ঝুঁকির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি উপকূলীয় এলাকা ছাপিয়ে দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ত এলাকার পরিমাণও ক্রমশ বাড়ছে বলেও তিনি জানান। ফলে কৃষি, সেচসহ মৎস্য সম্পদও মারাত্মক ঝুঁকির মুখে।

নদী বিশেষজ্ঞদের মতে, ফারাক্কার বিরূপ প্রভাবসহ সীমান্তের ওপাড়ে আমাদের অভিন্ন ৫৪টি নদ-নদীর প্রবাহ ভারত কর্তৃক একতরফাভাবে নিয়ন্ত্রণের ফলেই আমাদের অভ্যন্তরীণ প্রায় সব নদ-নদীর প্রবাহ হ্রাসসহ নাব্যতা সংকট সৃষ্টির মূল কারণ। পাশাপাশি ভারত সাম্প্রতিককালে 'টিপাইমুখ বাঁধ' নির্মাণের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা বাস্তবায়িত হলে তিতাস, কুশিয়ারাসহ দেশের পূর্ব-উত্তরাংশের সব নদ-নদীই অদূর ভবিষ্যতে অস্তিত্ব হারাবে বলে মনে করছেন নদী বিশেষজ্ঞগণ। এমনকি এর ফলে মেঘনায় প্রবাহও আরো বাধাগ্রস্ত হয়ে দেশের অন্যতম বৃহত্তম এ নদী অববাহিকায় মরুময়তা আরো ত্বরান্বিত হবে। সব মিলিয়ে আমাদের নদ-নদীসমূহের অস্তিত্ব রক্ষায় দেশের প্রতিটি ছোট-বড় নদ-নদী সংরক্ষণ ও উন্নয়নের যেমন কোন বিকল্প নেই তেমনি প্রতিবেশী ভারতের কাছ থেকে প্রতিটি অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের ওপরও সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন বিশেষজ্ঞ মহল।